দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 08 DEC 1991
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে কেন?

মোহাম্মদ তারেক সরকার

ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক বলতে আমরা বুঝি গুরু শিষ্যের সম্পর্ক। এখানে শিষ্য তার গুরুকে অনুসরণ করবে। ফলে শিষ্য কেমন হবে তা গুরুর উপরই অনেকটা নির্ভর করে। শিক্ষক হবেন একজন আদর্শ শিল্পী যিনি তার শৈল্পিক কার্যের মাধ্যমে ছাত্রদের গড়ে তুলবেন। শিক্ষক এমন ব্যক্তিত্ব যিনি হবেন সৎ, নিষ্ঠাবান, সত্যবাদী, পরিশ্রমী, সংযমী সর্বোপরি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষেরা সম্মান করবে। তাছাড়া শিক্ষকরা ক্ষেত্র ভেদে ছাত্রদের আদর্শ বন্ধু। বাবা-মা একজন ছাত্রের গুরুজন এবং অভিভাবক হতে পারেন, কিন্তু মানুষরূপে সমাজে গড়ে তুলতে চাই-শিক্ষকের সহায়তা। শিক্ষকরা তাই সমাজ তথা দেশগড়ার কারিগর। একটি সুন্দর জাতি গঠনে চাই আদর্শ শিক্ষক-আমাদের বর্তমান সমাজে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের ব্যবধান সূচিত হয়েছে, ছাত্র—শিক্ষক সম্পর্ক আজকাল বহুক্ষেত্রে বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত।

একযুগ আগেও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আজকের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। দিন যত গড়িয়ে যাচ্ছে এ সম্পর্কের ততই অবনতি ঘটছে। শিক্ষকরা তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে সচেতন ছিলেন—ছাত্ররা শিক্ষকদের যথার্থ মর্যাদা করত। কিন্তু ইদানীং সামাজিক বিশৃংখলার সাথে এবং আমাদের নৈতিক অধঃপতনের সাথে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটছে। ছাত্ররা এখন শিক্ষকদের আগের মতো ভয় করে না। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের এ অবনতিকে অনেক মুরুব্বীরা তলিয়ে না দেখে সরাসরি 'যুগের দোষ' এবং ছাত্রদের দোষ দিয়ে বসেন। অনেকেই কেবলমাত্র শুধু ছাত্রদেরই দোষ দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হন। ফলে ছাত্ররাও আগের মতো সমাজে শ্রদ্ধা পাচ্ছে না। অথচ ছাত্ররাই সমাজে শ্রদ্ধা এবং স্নেহের প্রাপ্য—কেননা এরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যত, ইদানীং ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন ঘটছে। কিন্তু, এ অধঃপতনের কারণ কি, এটা সূক্ষ্মভাবে অনেকেই ভেবে দেখেন না। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের কারণ হিসেবে যারা শুধুই ছাত্রদের দায়ী করছেন তারা অবিবেচক। এ অবনতির জন্য দায়ী ছাত্র, শিক্ষক, আমাদের নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক অস্থিরতা, অভিভাবকদের উদাসীনতা তথা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। শিক্ষকদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক। শিক্ষকরাতো ছাত্রদের গুরু, তারা পিতৃতুল্য, তারা শ্রদ্ধার আসনে আসীন। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজে এমন 'এক শ্রেণীর' শিক্ষক রয়েছেন যারা এ সমাজের ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির জন্য দায়ী। মুরুব্বীদের কাছে শুনেছি—আগে শিক্ষকরা ছাত্রদের সামনে ধূমপান করতেন না। কোন ছাত্র ধূমপান করলে শিক্ষকদের বেত্রাঘাত সহ্য করতে হতো। আজকে ছাত্ররা শিক্ষকদের সামনে ধূমপান করলেও অনেক সময় বেত্রাঘাত সহ্য করতে হয় না—কেননা শিক্ষকরা দিব্যি ছাত্রদের সামনে এমনকি শ্রেণী কক্ষেও কোন কোন শিক্ষক ধূমপান করেন যা অনেক সময় ছাত্র/ছাত্রীদের অসুবিধার সৃষ্টি করে। শিক্ষকদের কেহ কেহ ছাত্রদের পাঠিয়ে থাকেন সিগারেট ক্রয় করার জন্যে, আসলে শিক্ষক নিজে ধূমপান করলে ছাত্রদের নিষেধ করবেন কিভাবে? যা অন্যায় তা ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের জন্যে অন্যায়। এক্ষেত্রে নিজে সংযমী না হয়ে শিক্ষক ছাত্রকে শাসন করতে গেলে নিশ্চিত শ্রদ্ধা হারাবেন।

নিয়ে দল পাকিয়ে ছাত্রদের নিজের হীন স্বার্থে ব্যবহার করেন তারা মূলতঃ সস্তা জনপ্রিয়তা লাভ করলেও ছাত্রদের যা শিখালেন তার সমস্তই ব্যর্থ হলো, এতে মৌলিক শ্রদ্ধা হারাবার পাশাপাশি পাল্টা পরিস্থিতিতে তারাই আবার ছাত্রদের নিকট অপদস্ত হন।

আমাদের সমাজে এমন 'কিছু কুলাঙ্গার' শিক্ষক রয়েছেন যারা কখনো টাকা-পয়সার বিনিময়ে পরীক্ষা হলে নকল সরবরাহ করে থাকেন, টাকার মাধ্যমে ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর বাড়িয়ে দেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিকট কি ছাত্ররা দুর্নীতি শিখছে না? স্বাভাবিকভাবেই এ সকল ছাত্র-ভবিষ্যতে বড় দুর্নীতিবাজ হবে, কেননা তার গুরুর নিকট দুর্নীতির দীক্ষা লাভ করেছে।

অপ্রিয় হলেও সত্য সংখ্যায় কম হলেও এরা সমাজকে মহামারীর ন্যায় আক্রান্ত করছে। শিক্ষকদের চরিত্র যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে জাতির জন্যে এর চেয়ে বড় দুর্ভোগ আর নেই। 'এক শ্রেণীর চরিত্রহীন শিক্ষকের' সংস্পর্শে যারা আসবে তাঁর চরিত্রহীন এবং বেয়াদব ছাড়া আর কি হবে? আমাদের সমাজে এখনও এমন বেশ কিছু শিক্ষক রয়েছেন যাদের সামনে বেয়াদবী করা দূরের কথা তাদের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের নিকট অনেক বেয়াদব ছাত্রেরও মাথা নত হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলেও সত্যি—'এ রকম আদর্শবান শিক্ষক'দের তুলনায় দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকদের সংখ্যা এত বেশী হয়ে গেছে যে-ইচ্ছে করলেই নীতিবান শিক্ষকরা আদর্শের প্রভাব বিস্তার করতে পারছেনা।

অভিভাবক মহলও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের অবনতির জন্যে কোন কোন ক্ষেত্রে দায়ী। কিছু প্রভাবশালী অভিভাবক শিক্ষকদের উপর প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়। তারা শিক্ষকদের হাতের পুতুল মনে করে তাদের কিনে নিতে চায়। শিক্ষককে বাধ্য করে পরীক্ষা কক্ষে নকল সরবরাহ করে তাদের (অভিভাবক) অযোগ্য সন্তানদের উত্তীর্ণ করাতে চায়, পরীক্ষা হলে যাতে বহিষ্কার করা না হয়—এ ব্যাপারে নানা হুমকি দেয়া হয়। ফলে শিক্ষক কোন ক্ষেত্রে পরিস্থিতির শিকার হয়। আর এর ফলে উক্ত অভিভাবকের সন্তান শিক্ষককে তার পিতার কর্মচারী বলে মনে করে। এভাবে অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের বেয়াদবরূপে গড়ে তুলেন।

সামাজিক অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার শিক্ষকদেরও প্রভাবিত করে। কেননা তারাও প্রত্যেকে একজন মানুষ। সামাজিক অস্থিতিশীলতা, উশৃংখলতা শিক্ষকদের মন-মানসিকতাকে আহত করে। যখন একজন ছাত্রকে বহিষ্কারের ফল হিসেবে উক্ত ছাত্র কর্তৃক ছুরিকাহত হন তখন তার নিরাপত্তা রইল কোথায়। স্কুল ছাত্রের হাতেও এসেছে আগ্নেয়াস্ত্র—যার নিকট শিক্ষক অনেক সময় জিম্মি। —এ কারণে শিক্ষকদের নানা সমস্যা সমাধানে সরকারকে সচেতন হতে হবে। তাছাড়া দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকদের ছাঁটাই এবং শাস্তি দেয়া, শিক্ষাঙ্গনের দুর্নীতিকে কঠোরভাবে দমন করা এবং সমাজের অশোভনীয় ও বর্জনীয় কার্যকলাপ রোধ করতে হবে। সৎ, নিষ্ঠাবান শিক্ষকরা যেন কখনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন না হন, সেব্যাপারে কর্তৃপক্ষের খেয়াল রাখতে হবে। সমাজের নানা সন্ত্রাস, রাহাজানি, দুর্নীতি এবং অপসংস্কৃতি রোধ করাসহ শিক্ষকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা